Plastic Waste Awareness & Recycling Campaign

Venue: Narayanganj City Corporation auditorium & City Park

Date: 11 & 12 March 2026

Organized by: Practical Action

PRINT, ELECTRONIC, ONLINE & MULTIMEDIA COVERAGE

sl	News Headlines	Media Name	News Details
1.	প্লাস্টিকমুক্ত শহর গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে	প্রথম আলো	CLICK HERE
2.	প্লাস্টিক দূষণ রোধে নারায়ণগঞ্জে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের সচেতনতা কর্মসূচি	সত্যের মুখোমুখি প্রতিদিন THE BANGLABAZAR PATRIKA অনলাইন বাংলাবাজার পত্রিকা	CLICK HERE
3.	প্লাস্টিক দূষণরোধে জরুরি পদক্ষেপ নেয়া হবে: নাসিক প্রশাসক	আলোকিত বাংলাদেশ	CLICK HERE
4.	প্লাস্টিকের সঠিক ব্যবহার-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' অঙ্গীকারবদ্ধ	Barta24 বার্তা২৪	CLICK HERE
5.	পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য আমাদের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে	সন্দেশ bd.com সন্দেশে ভেসে যাক গুজবের খবর	CLICK HERE
6.	শীতলক্ষ্যার পানি ডাবের পানির সঙ্গে তুলনা হত, এখন নাক চেপে পার হতে হয়	প্রকাশনার ৭৫ বছর সংবাদ	CLICK HERE
7.	প্লাস্টিক দূষণরোধে জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া হবে	দেশবার্তা Daily Deshbarta	CLICK HERE
8.	প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার আহ্বান নাসিক প্রশাসক সাখাওয়াত হোসেনের	বর্তমান সংবাদ www.bortomansangbadbd24.com	CLICK HERE
9.	প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার আহ্বান নাসিক প্রশাসক সাখাওয়াতের	NARAYANGANJ NEWS EXPRESS	CLICK HERE

10.	প্লাস্টিক দূষণরোধে জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া হবে	NARAYANGANJ POST	CLICK HERE
11.	নারায়ণগঞ্জে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা কর্মসূচি, শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান	ভোরের ডাক	CLICK HERE
12.	প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার আহ্বান নাসিক প্রশাসক সাখাওয়াত হোসেনের	Biddyut Times	CLICK HERE
13.	প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার আহ্বান নাসিক প্রশাসক সাখাওয়াতের	প্রেস নারায়ণগঞ্জ	CLICK HERE
14.	প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার আহ্বান নাসিক প্রশাসকের	দৈনিক স্বাধীন সংবাদ	CLICK HERE
15.	প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা বাড়াতে নারায়ণগঞ্জে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের বিশেষ কর্মসূচি	The Country Today	CLICK HERE
16.	আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দেবে	ডান্ডিবার্তা	CLICK HERE
17.	দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার আহ্বান	সোজা সাপটা	CLICK HERE
18.	পলিথিন ব্যবহারে সচেতন হওয়ার আহ্বান	দৈনিক সংবাদচর্চা	CLICK HERE
19.	প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার আহ্বান নাসিক প্রশাসক সাখাওয়াতের	দৈনিক উজ্জীবিত বাংলাদেশ	CLICK HERE
20.	‘প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন’ আয়োজিত সভায় সাখাওয়াত: সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া জরুরি	দৈনিক আজকের নীরবাংলা The Daily Ajker Nirbangla	CLICK HERE
21.	Plastic pollution awareness prog held in Narayanganj	dailyobserver	CLICK HERE

22.	Practical Action holds awareness progs on plastic waste use		CLICK HERE
23.	Plastic crisis triggers river in N'ganj		CLICK HERE
24.	Practical Action steps up plastic waste drive in Narayanganj		CLICK HERE
25.	Practical Action Launches Plastic Waste Awareness in Narayanganj		CLICK HERE
26.	প্লাস্টিক দূষণ রোধে নারায়ণগঞ্জে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের সচেতনতা কর্মসূচি | NTV News		CLICK HERE
27.	প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে সচেতনতা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম কর্মশালা		CLICK HERE
28.	Practical Action Launches Plastic Waste Awareness in Narayanganj.		CLICK HERE
29.	প্লাস্টিক দূষণরোধে জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া হবে		CLICK HERE

প্রথম আলো

নারায়ণগঞ্জে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনাবিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। বৃহস্পতিবার সকালে সিটি করপোরেশনের নগর ভবনের সম্মেলনকক্ষে

জেলা

নারায়ণগঞ্জে সচেতনতা কর্মসূচি

প্লাস্টিকমুক্ত শহর গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ

Published: 12 Mar 2026, 20:54

এক সময়ের স্বচ্ছ পানির শীতলক্ষ্যা এখন দুর্গন্ধময়। প্লাস্টিক বর্জ্যে নদী এখন মুমূর্ষু। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় জনসচেতনতা ও সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরি। আগামীর প্রজন্মের জন্য প্লাস্টিকমুক্ত নগর হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নগর ভবনের সম্মেলনকক্ষে প্লাস্টিক বর্জ্য সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

প্রথম আলো

'পিপলস অ্যাডাপটেশন প্ল্যানস ফর ইনক্লুসিভ, ক্লাইমেট-রেসিলিয়েন্ট আরবান সার্ভিস ডেলিভারি' প্রকল্পের আওতায় দুই দিনব্যাপী কর্মসূচির সমাপনী দিনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি করপোরেশনের প্রশাসক সাখাওয়াত হোসেন খান বলেন, '৩০-৩৫ বছর আগেও শীতলক্ষ্যা নদীর পানি স্বচ্ছ ছিল। মানুষ সেই পানি পান করত। অথচ আজ সেই নদী পার হতে হয় নাক চেপে। প্লাস্টিক বর্জ্যের কারণে নদীতে মাছ পাওয়া যায় না। আগামী প্রজন্ম যেন আমাদের অভিশাপ না দেয়, সে জন্য এখনই প্লাস্টিকমুক্ত শহর গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম প্লাস্টিকের ভয়াবহতা তুলে ধরে বলেন, 'প্লাস্টিক আমাদের জীবনযাত্রার এত গভীরে ঢুকে গেছে যে এখন মানুষের ভ্রূণ, এমনকি মস্তিষ্কেও মাইক্রো প্লাস্টিক পাওয়া যাচ্ছে। তবে প্লাস্টিক শুধু বর্জ্য হিসেবে দেখলে হবে না, একে সম্পদ হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।' তিনি জানান, প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন বর্তমানে প্লাস্টিক রিসাইকেল করে পাইরোলাইসিস তেল ও বিভিন্ন পণ্য তৈরির মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় কাজ করছে।

বুধবার শিক্ষার্থীদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আগ্রহী করতে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন পার্কে রচনা, চিত্রাঙ্কন ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পার্কের পরিবেশ রক্ষায় চারটি বর্জ্য বিন দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিনে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সিটি করপোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আজগর হোসেনের সভাপতিত্বে নগর পরিকল্পনাবিদ মইনুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন প্রতিযোগিতার বিচারক জয় কে রায় চৌধুরী প্রমুখ।

Back to index

সবার ছাপার্থ প্রতিদিন
THE BANGLABAZAR PATRIKA
বাংলাবাজার পত্রিকা
অনলাইন

প্লাস্টিক দূষণ রোধে নারায়ণগঞ্জে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের সচেতনতা কর্মসূচি

বাংলাবাজার রিপোর্ট
প্রকাশিত: ৪:৩২ অপরাহ্ন, ১২ মার্চ ২০২৬ | আপডেট: ২:৩৮ অপরাহ্ন, ১৩ মার্চ ২০২৬

জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ক্ষয় ও দূষণের প্রভাব মোকাবিলা এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রায় তিন দশক ধরে কাজ করে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন (Practical Action)। প্লাস্টিক ও পলিথিন দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে নারায়ণগঞ্জে দুই দিনের বিশেষ কর্মসূচি আয়োজন করেছে সংগঠনটি।

People's Adaptation Plans for Inclusive, Climate-Resilient Urban Service Delivery in Narayanganj City Corporation প্রকল্পের অধীনে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় ১১ ও ১২ মার্চ এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচির প্রথম দিনে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে রচনা, ছবি আঁকা ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ সময় সিটি পার্কে চারটি বর্জ্য বিনও প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় দিন ১২ মার্চ নারায়ণগঞ্জ নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নূর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের শহর পরিকল্পনাবিদ মইনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে নাসিক প্রশাসক সাখাওয়াত হোসেন খান বলেন, একসময় শীতলক্ষ্যা নদীর পানি এত পরিষ্কার ছিল যে অনেকেই তা পান করতেন। কিন্তু বর্তমানে নদীর পানি এতটাই দূষিত হয়ে গেছে যে পার হতে গেলেও দুর্গন্ধে নাক চেপে ধরতে হয়। তিনি বলেন, শীতলক্ষ্যা একসময় মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন সেখানে মাছ প্রায় নেই। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনে পরিবেশ রক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। হঠাৎ করেই এটিকে সমাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যাও মানুষের জীবনকে কঠিন করে তুলছে। অতিরিক্ত প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে মাইক্রোপ্লাস্টিক এখন মাছের পেট থেকে শুরু করে মানব ভ্রূণ ও মস্তিষ্কেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি এটিকে সঠিকভাবে পুনর্ব্যবহার ও সম্পদ হিসেবে ব্যবহারের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

আয়োজকরা জানান, প্লাস্টিকের সঠিক ব্যবহার ও কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভবিষ্যতেও দেশব্যাপী এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

Back to index

উন্নয়নের মূলধারায়
আলোকিত বাংলাদেশ

প্লাস্টিক দূষণরোধে জরুরি পদক্ষেপ নেয়া হবে: নাসিক প্রশাসক

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

২১:৪১, ১২ মার্চ, ২০২৬

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক) প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেছেন, "শীতলক্ষ্যা নদী আগে মৎস্য সম্পদে ভরপুর ছিল, কিন্তু আজ সেখানে কোনও মাছ নেই। ১০-১৫ বছর আগে জেলেরা মাছ শিকার করত। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতেই আমরা একটি খাল খনন করছি। সেখানে টনে টনে প্লাস্টিকের ব্যাগ পড়ে আছে। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় নাসিক ইতঃপূর্বে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নারায়ণগঞ্জে প্লাস্টিক দূষণ রোধে জরুরি পদক্ষেপ নেয়া হবে।

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে পরিবেশবাদী সংগঠন 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' আয়োজিত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

প্রশাসক সাখাওয়াত হোসেন বলেন, প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। এখনই এটি সমাজ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমানো বা শেষ করার জন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। যদি আমরা এখনই পদক্ষেপ না নিই, তারা আরও বেশি অভিশাপ দেবে। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া জরুরি।

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম বলেন, "নারায়ণগঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনশীল অবস্থায় ঝুঁকি বেশি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। নদীগুলো বাঁচাতে না পারলে আমরা বিপদে পড়ব।

উন্নয়নের মূলধারায়
আলোকিত বাংলাদেশ

আমাদের জীবনযাত্রায় প্লাস্টিকের ব্যবহার এত বেশি হয়েছে যে প্রকৃতি দূরে সরে গেছে। মাইক্রোপ্লাস্টিক এত বেশি যে মানব ভ্রূণ এবং মস্তিষ্কেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। তবে প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবেও দেখতে হবে।"

সভায় নাসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নুর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে এবং নগর পরিকল্পনাবিদ মঈনুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসিক তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী মো. আজগর হোসেন, নারায়ণগঞ্জ ফটোগ্রাফিক ক্লাবের কো-ফাউন্ডার আলোকচিত্রশিল্পী জয় কে রায় চৌধুরী, মঈন ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার চিত্রশিল্পী মুনতাসির মঈন প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' প্রায় তিন দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দূষণের প্রভাব মোকাবেলায় কাজ করে আসছে। বিশেষত পলিথিন ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাইক্রো প্লাস্টিক দূষণ রোধে প্লাস্টিক রিসাইকেল ও পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন পাইরোলাইসিস তেল এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করছে।

তার ধারাবাহিকতায় 'জলবায়ু-সহনশীল নগর পরিষেবা প্রদানের জন্য জনগণের অভিযোজন পরিকল্পনা' প্রকল্পের অধীনে ১১ ও ১২ মার্চ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিনে নাসিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা, ছবি আঁকা ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে। বৃহস্পতিবার বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার তুলে দেন নাসিক প্রশাসক।

Back to index

বার্তা২৪

প্লাস্টিকের সঠিক ব্যবহার-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' অঙ্গীকারবদ্ধ

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, বার্তা২৪.কম
প্রকাশিত: বৃহস্পতিবার, ১২ মার্চ ২০২৬, ৪:০৭ পিএম

প্লাস্টিকের সঠিক ব্যবহার-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন অঙ্গিকারবদ্ধ

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দূষণ হতে সৃষ্ট নানা প্রভাব মোকাবিলায় আপামর জনসাধারনের সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রায় তিন দশক ধরে কাজ করে আসছে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন।

আয়োজকরা জানান, প্লাস্টিকের সঠিক ব্যবহার ও সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন অঙ্গীকারবদ্ধ। এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে দেশব্যাপী কাজ করে যাবে সংগঠনটি।

পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য আমাদের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

এককালীন ব্যবহৃত পলিথিন এবং প্লাষ্টিক একবার ব্যবহারের পরেই ছড়াতে থাকে মাইক্রো প্লাষ্টিক। তাই পানিতে ফেলা প্লাস্টিক পাওয়া যায় মাছের পেটে, মাতৃদুগ্ধে, এমনকি মগজেও।

মাইক্রো প্লাস্টিকের দূষণ রোধে প্লাস্টিক রিসাইকেল এবং পুনর্ব্যবহার নিশ্চিতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন তৈরী করছে পাইরোলাইসিস তেল এবং প্লাস্টিকের নানা পণ্য।

এরই ধারাবাহিকতায় People's Adaptation Plans for Inclusive, Climate-Resilient Urban Service Delivery in Narayanganj City Corporation প্রকল্পের অধীনে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় প্লাষ্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিতে ১১ ও ১২ মার্চ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে পরিবেশবাদী সংগঠন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন।

কর্মসূচির প্রথম দিনে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রচনা, ছবি আঁকা এবং আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে। ঐ দিন নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে ৪ টি বর্জ্য বিন প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় দিন ১২ মার্চ শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। নারায়ণগঞ্জ নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠান হয়।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো: নুর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের শহর পরিকল্পনাবিদ মইনুল ইসলাম।

নাসিক প্রশাসক সাখাওয়াত হোসেন বলেন, আমরা আরো ৩০-৩৫ বছর আগে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিকে ডাবের পানির সাথে তুলনা করতাম। এবং নারায়ণগঞ্জের অনেকে শীতলক্ষ্যার পানি পান করতেন। আজকে শীতলক্ষ্যা নদী পার হতে হলে নাক ধরে পার হতে হয়। কারণ পানি এতটাই দুর্গন্ধপূর্ণ হয়ে গেছে। শীতলক্ষ্যা মৎস্য সম্পদে ভরপুর ছিল। কিন্তু আজ কোন মৎস্য নাই। ১০-১৫ বছর আগেও জেলেরা মাছ শিকার করত। সেই অবস্থা আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যই এ কার্যক্রম।

তিনি বলেন, প্লাস্টিক আমাদের সমাজের দৈনন্দিন কার্যক্রমের মধ্যে চলে গেছে। এখন বললেই সমাজ থেকে সরিয়ে দিতে পারবো না। তবে এর কুপ্রভাবগুলি কিভাবে কমিয়ে আনা যায় বা একদম শেষ করে দেওয়া যায় তা নিয়ে আমাদের সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।

প্রশাসক বলেন, একসময় আগামী প্রজন্ম আসবে। এখন প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। আগামী প্রজন্ম তো আরও বেশি অভিশাপ দিবে যদি আমরা প্লাস্টিক থেকে এই শহর, নারায়ণগঞ্জবাসীকে রক্ষা করতে না পারি। সুতরাং আমি মনে করি এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া যায়। প্লাস্টিক বর্জ্য আমাদের নারায়ণগঞ্জ থেকে অপসরণ করার জন্য আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে।

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কান্ট্রি ডিরেক্টর ইসরাত শবনম বলেন, নারায়ণগঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনশীল অবস্থায় যেসমস্ত ঝুঁকি দেখি, সেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভূমিকা রয়েছে আমাদের জীবনকে অনহনীয় করার ক্ষেত্রে। আমাদের নদীগুলোকে বাঁচাতে পারি না। আমাদের জীবনযাত্রায় প্লাস্টিককে এত বেশি কাছে টেনে নিয়েছি যে প্রকৃতি দূরে সরে গেছে। মাইক্রো প্লাস্টিক এত বেশি যে, মানব ভ্রূণে, মস্তিস্কে পাওয়া যাচ্ছে। সেজন্য প্লাস্টিক ব্যবহারে আমাদের সচেতন হতে হবে। তবে প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, রিসোর্স হিসেবেও দেখতে হবে।

[Back to index]

সন্দেশ bd.com
সন্দেশে ভেসে যাক গুজবের খবর

পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য আমাদের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে

মার্চ ১২, ২০২৬

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দূষণ হতে সৃষ্ট নানা প্রভাব মোকাবেলায় আপামর জনসাধারনের সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রায় তিন দশক ধরে কাজ করে আসছে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন (Practical Action)।

পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য আমাদের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

এককালীন ব্যবহৃত পলিথিন এবং প্লাষ্টিক একবার ব্যবহারের পরেই ছড়াতে থাকে মাইক্রো প্লাষ্টিক। তাই পানিতে ফেলা প্লাস্টিক পাওয়া যায় মাছের পেটে, মাতৃদুগ্ধে, এমনকি মগজেও।

মাইক্রো প্লাস্টিকের দূষণ রোধে প্লাস্টিক রিসাইকেল এবং পুনর্ব্যবহার নিশ্চিতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন তৈরী করছে পাইরোলাইসিস তেল এবং প্লাস্টিকের নানা পণ্য।

এরই ধারাবাহিকতায় People's Adaptation Plans for Inclusive, Climate-Resilient Urban Service Delivery in Narayanganj City Corporation প্রকল্পের অধীনে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় প্লাষ্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিতে ১১ ও ১২ মার্চ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে পরিবেশবাদী সংগঠন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন।

কর্মসূচির প্রথম দিনে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রচনা, ছবি আঁকা এবং আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে। ঐ দিন নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে ৪ টি বর্জ্য বিন প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় দিন ১২ মার্চ শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। নারায়ণগঞ্জ নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠান হয়।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো: নুর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের শহর পরিকল্পনাবিদ মইনুল ইসলাম।

নাগরিক প্রশাসক সাখাওয়াত হোসেন বলেন, আমরা আরো ৩০-৩৫ বছর আগে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিকে ডাবের পানির সাথে তুলনা করতাম। এবং নারায়ণগঞ্জের অনেকে শীতলক্ষ্যার পানি পান করতেন। আজকে শীতলক্ষ্যা নদী পার হতে হলে নাক ধরে পার হতে হয়। কারণ পানি এতটাই দুর্গন্ধপূর্ণ হয়ে গেছে। শীতলক্ষ্যা মৎস্য সম্পদে ভরপুর ছিল। কিন্তু আজ কোন মৎস্য নাই। ১০-১৫ বছর আগেও জেলেরা মাছ শিকার করত। সেই অবস্থা আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যই এ কার্যক্রম।

তিনি বলেন, প্লাস্টিক আমাদের সমাজের দৈনন্দিন কার্যক্রমের মধ্যে চলে গেছে। এখন বললেই সমাজ থেকে সরিয়ে দিতে পারবো না। তবে এর কুপ্রভাবগুলি কিভাবে কমিয়ে আনা যায় বা একদম শেষ করে দেওয়া যায় তা নিয়ে আমাদের সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।

প্রশাসক বলেন, একসময় আগামী প্রজন্ম আসবে। এখন প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। আগামী প্রজন্ম তো আরো বেশি অভিশাপ দিবে যদি আমরা প্লাস্টিক থেকে এই শহর, নারায়ণগঞ্জবাসীকে রক্ষা করতে না পারি। সুতরাং আমি মনে করি এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া যায়। প্লাস্টিক বর্জ্য আমাদের নারায়ণগঞ্জ থেকে অপসরণ করার জন্য আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে।

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কান্ট্রি ডিরেক্টর ইসরাত শবনম বলেন, নারায়ণগঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনশীল অবস্থায় যেসমস্ত ঝুঁকি দেখি, সেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভূমিকা রয়েছে আমাদের জীবনকে অসহনীয় করার ক্ষেত্রে। আমাদের নদীগুলোকে বাঁচাতে পারি না। আমাদের জীবনযাত্রায় প্লাস্টিককে এত বেশি কাছে টেনে নিয়েছি যে প্রকৃতি দূরে সরে গেছে। মাইক্রো প্লাস্টিক এত বেশি যে, মানব ভ্রূণে, মস্তিষ্কে পাওয়া যাচ্ছে। সেজন্য প্লাস্টিক ব্যবহারে আমাদের সচেতন হতে হবে। তবে প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, রিসোর্স হিসেবেও দেখতে হবে।

আয়োজকরা জানান, প্লাস্টিকের সঠিক ব্যবহার ও সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে Practical Action অঙ্গিকারাবদ্ধ। এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে দেশব্যাপী কাজ করে যাবে সংগঠনটি।

Back to index

প্রকাশনার ৭৫ বছর
সংবাদ

শীতলক্ষ্যার পানি ডাবের সঙ্গে তুলনা হত, এখন নাক চেপে পার হতে হয়: নাসিক প্রশাসক

[illegible]

Back to index

Daily Deshbarta
দেশের খবর প্রবাসের খবর

প্লাস্টিক দূষণরোধে জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া হবে

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রকাশ: বৃহস্পতিবার, ১২ মার্চ, ২০২৬, ১৯:০৯

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক) প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেছেন, শীতলক্ষ্যা নদী আগে মৎস সম্পদে ভরপুর ছিল, কিন্তু আজ সেখানে কোনও মাছ নেই। ১০-১৫ বছর আগে জেলেরা মাছ শিকার করত। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতেই আমরা একটি খাল খনন করছি। সেখানে টনে টনে প্লাস্টিকের ব্যাগ পড়ে আছে। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় নাসিক ইতিপূর্বে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নারায়ণগঞ্জে প্লাস্টিক দূষণ রোধে জরুরী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে পরিবেশবাদী সংগঠন 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' আয়োজিত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

দেশবার্তা
Daily Deshbarta
দেশের খবর প্রবাসের খবর

তিনি আরও বলেন, প্রশাসক সাখাওয়াত হোসেন বলেন, প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। এখনই এটি সমাজ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমানো বা শেষ করার জন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। যদি আমরা এখনই পদক্ষেপ না নেই, তারা আরও বেশি অভিশাপ দিবে। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া জরুরি।

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম বলেন, নারায়ণগঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনশীল অবস্থায় ঝুঁকি বেশি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। নদীগুলো বাঁচাতে না পারলে আমরা বিপদে পড়ব।

আমাদের জীবনযাত্রায় প্লাস্টিকের ব্যবহার এত বেশি হয়েছে যে প্রকৃতি দূরে সরে গেছে। মাইক্রো প্লাস্টিক এত বেশি যে মানব ভ্রূণ এবং মস্তিষ্কেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। তবে প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবেও দেখতে হবে।

সভায় নাসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নুর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে এবং নগর পরিকল্পনাবিদ মঈনুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসিক তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী মো.আজগর হোসেন, নারায়ণগঞ্জ ফটোগ্রাফিক ক্লাবের কো-ফাউন্ডার আলোকচিত্রশিল্পী জয় কে রায় চৌধুরী, মঈন ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার চিত্রশিল্পী মুনতাসির মঈন প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' প্রায় তিন দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দূষণের প্রভাব মোকাবেলায় কাজ করে আসছে। বিশেষত পলিথিন ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাইক্রো প্লাস্টিক দূষণ রোধে প্লাস্টিক রিসাইকেল ও পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন পাইরোলাইসিস তেল এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করছে।

তার ধারাবাহিকতায় 'জলবায়ু-সহনশীল নগর পরিষেবা প্রদানের জন্য জনগণের অভিযোজন পরিকল্পনা' প্রকল্পের অধীনে ১১ ও ১২ মার্চ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিনে নাসিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা, ছবি আঁকা ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে। বৃহস্পতিবার বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার তুলে দেন নাসিক প্রশাসক।

Back to index

বর্তমান সংবাদ BD 24
নির্ভীক-নিরপেক্ষ সত্য প্রকাশে...
www.bortomansangbadbd24.com

প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার আহ্বান নাসিক প্রশাসক সাখাওয়াত হোসেনের

বর্তমান সংবাদ ডেস্ক / ২৫ বার পঠিত
প্রকাশিত সময় : বৃহস্পতিবার, ১২ মার্চ, ২০২৬

শেয়ার করুন

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক) প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেছেন, "আরও ৩০-৩৫ বছর আগে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিকে ডাবের পানির সঙ্গে তুলনা করা হতো। নারায়ণগঞ্জের অনেকে শীতলক্ষ্যার পানি খেত। আজ শীতলক্ষ্যা নদী পার হতে হলে নাক ধরে পার হতে হয়, কারণ পানি এত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে।"

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে পরিবেশবাদী সংগঠন 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' আয়োজিত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, "শীতলক্ষ্যা নদী আগে মৎস সম্পদে ভরপুর ছিল, কিন্তু আজ সেখানে কোনও মাছ নেই। ১০-১৫ বছর আগে জেলেরা মাছ শিকার করত। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতেই আমরা একটি খাল খনন করছি। সেখানে টনে টনে প্লাস্টিকের ব্যাগ পড়ে আছে। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় নাসিক ইতিপূর্বে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। এখনই এটি সমাজ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমানো বা শেষ করার জন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। যদি আমরা এখনই পদক্ষেপ না নেই, তারা আরও বেশি অভিশাপ দিবে। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া জরুরি।"

বর্তমান সংবাদ BD 24
নির্ভীক-নিরপেক্ষ সত্য প্রকাশে...
www.bortomansangbadbd24.com

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম বলেন, “নারায়ণগঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনশীল অবস্থায় ঝুঁকি বেশি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। নদীগুলো বাঁচাতে না পারলে আমরা বিপদে পড়ব। আমাদের জীবনযাত্রায় প্লাস্টিকের ব্যবহার এত বেশি হয়েছে যে প্রকৃতি দূরে সরে গেছে। মাইক্রো প্লাস্টিক এত বেশি যে মানব ভ্রূণ এবং মস্তিষ্কেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। তবে প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবেও দেখতে হবে।”

সভায় নাসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নুর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে এবং নগর পরিকল্পনাবিদ মঈনুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসিক তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী মো.আজগর হোসেন, নারায়ণগঞ্জ ফটোগ্রাফিক ক্লাবের কো-ফাউন্ডার আলোকচিত্রশিল্পী জয় কে রায় চৌধুরী, মঈন ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার চিত্রশিল্পী মুনতাসির মঈন প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, ‘প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন’ প্রায় তিন দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দূষণের প্রভাব মোকাবেলায় কাজ করে আসছে। বিশেষত পলিথিন ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাইক্রো প্লাস্টিক দূষণ রোধে প্লাস্টিক রিসাইকেল ও পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন পাইরোলাইসিস তেল এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করছে।

তার ধারাবাহিকতায় ‘জলবায়ু-সহনশীল নগর পরিষেবা প্রদানের জন্য জনগণের অভিযোজন পরিকল্পনা’ প্রকল্পের অধীনে ১১ ও ১২ মার্চ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিনে নাসিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা, ছবি আঁকা ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে। বৃহস্পতিবার বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার তুলে দেন নাসিক প্রশাসক।

Back to index

NARAYANGANJ
NEWS EXPRESS

প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার আহ্বান নাসিক প্রশাসক সাখাওয়াতের

Kamrul Islam Sohel প্রকাশের সময় : মার্চ ১২, ২০২৬, ৬:১০ অপরাহ্ণ / ১০০০

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক) প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেছেন, "আরও ৩০-৩৫ বছর আগে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিকে ডাবের পানির সঙ্গে তুলনা করা হতো। নারায়ণগঞ্জের অনেকে শীতলক্ষ্যার পানি খেত। আজ শীতলক্ষ্যা নদী পার হতে হলে নাক ধরে পার হতে হয়, কারণ পানি এত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে।"

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে পরিবেশবাদী সংগঠন 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' আয়োজিত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, "শীতলক্ষ্যা নদী আগে মৎস সম্পদে ভরপুর ছিল, কিন্তু আজ সেখানে কোনও মাছ নেই। ১০-১৫ বছর আগে জেলেরা মাছ শিকার করত। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতেই আমরা একটি খাল খনন করছি। সেখানে টনে টনে প্লাস্টিকের ব্যাগ পড়ে আছে। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় নাসিক ইতিপূর্বে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। এখনই এটি সমাজ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমানো বা শেষ করার জন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। যদি আমরা এখনই পদক্ষেপ না নেই, তারা আরও বেশি অভিশাপ দিবে। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া জরুরি।"

NARAYANGANJ NEWS EXPRESS

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম বলেন, "নারায়ণগঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনশীল অবস্থায় ঝুঁকি বেশি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। নদীগুলো বাঁচাতে না পারলে আমরা বিপদে পড়ব। আমাদের জীবনযাত্রায় প্লাস্টিকের ব্যবহার এত বেশি হয়েছে যে প্রকৃতি দূরে সরে গেছে। মাইক্রো প্লাস্টিক এত বেশি যে মানব ভ্রূণ এবং মস্তিষ্কেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। তবে প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবেও দেখতে হবে।"

সভায় নাসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নুর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে এবং নগর পরিকল্পনাবিদ মঈনুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো.আজগর হোসেন, নারায়ণগঞ্জ ফটোগ্রাফিক ক্লাবের কো-ফাউন্ডার আলোকচিত্রশিল্পী জয় কে রায় চৌধুরী, মঈন ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার চিত্রশিল্পী মুনতাসির মঈন প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' প্রায় তিন দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দূষণের প্রভাব মোকাবেলায় কাজ করে আসছে। বিশেষত পলিথিন ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাইক্রো প্লাস্টিক দূষণ রোধে প্লাস্টিক রিসাইকেল ও পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন পাইরোলাইসিস তেল এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করছে।

তার ধারাবাহিকতায় 'জলবায়ু-সহনশীল নগর পরিষেবা প্রদানের জন্য জনগণের অভিযোজন পরিকল্পনা' প্রকল্পের অধীনে ১১ ও ১২ মার্চ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিনে নাসিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা, ছবি আঁকা ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে। বৃহস্পতিবার বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার তুলে দেন নাসিক প্রশাসক।

Back to index

NARAYANGANJ
POST নারায়ণগঞ্জের প্রতিচ্ছবি

প্লাস্টিক দূষণরোধে জরুরি পদক্ষেপ নেয়া হবে: নাসিক প্রশাসক

ফাইল ছবি

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক) প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেছেন, "শীতলক্ষ্যা নদী আগে মৎস্য সম্পদে ভরপুর ছিল, কিন্তু আজ সেখানে কোনও মাছ নেই। ১০-১৫ বছর আগে জেলেরা মাছ শিকার করত। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতেই আমরা একটি খাল খনন করছি। সেখানে টনে টনে প্লাস্টিকের ব্যাগ পড়ে আছে। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় নাসিক ইতঃপূর্বে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নারায়ণগঞ্জে প্লাস্টিক দূষণ রোধে জরুরি পদক্ষেপ নেয়া হবে। ⓘ নারায়ণগঞ্জ রেস্তোরাঁ নির্দেশিকা

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে পরিবেশবাদী সংগঠন 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' আয়োজিত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

প্রশাসক সাখাওয়াত হোসেন বলেন, প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। এখনই এটি সমাজ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমানো বা শেষ করার জন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। যদি আমরা এখনই পদক্ষেপ না নিই, তারা আরও বেশি অভিশাপ দেবে। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া জরুরি।

NARAYANGANJ POST নারায়ণগঞ্জের প্রতিচ্ছবি

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম বলেন, “নারায়ণগঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনশীল অবস্থায় ঝুঁকি বেশি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। নদীগুলো বাঁচাতে না পারলে আমরা বিপদে পড়ব।

আমাদের জীবনযাত্রায় প্লাস্টিকের ব্যবহার এত বেশি হয়েছে যে প্রকৃতি দূরে সরে গেছে। মাইক্রোপ্লাস্টিক এত বেশি যে মানব ভ্রূণ এবং মস্তিষ্কেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। তবে প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবেও দেখতে হবে।”

সভায় নাসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নুর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে এবং নগর পরিকল্পনাবিদ মঈনুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আজগর হোসেন, নারায়ণগঞ্জ ফটোগ্রাফিক ক্লাবের কো-ফাউন্ডার আলোকচিত্রশিল্পী জয় কে রায় চৌধুরী, মঈন ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার চিত্রশিল্পী মুনতাসির মঈন প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, ‘প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন’ প্রায় তিন দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দূষণের প্রভাব মোকাবেলায় কাজ করে আসছে। বিশেষত পলিথিন ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাইক্রো প্লাস্টিক দূষণ রোধে প্লাস্টিক রিসাইকেল ও পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন পাইরোলাইসিস তেল এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করছে।

তার ধারাবাহিকতায় ‘জলবায়ু-সহনশীল নগর পরিষেবা প্রদানের জন্য জনগণের অভিযোজন পরিকল্পনা’ প্রকল্পের অধীনে ১১ ও ১২ মার্চ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিনে নাসিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা, ছবি আঁকা ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে। বৃহস্পতিবার বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার তুলে দেন নাসিক প্রশাসক।

Back to index

সত্য প্রকাশে আপসহীন THE DAILY BHORER DAK

ভোরের ডাক

নারায়ণগঞ্জে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা কর্মসূচি, শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান

স্টাফ রিপোর্টার
প্রকাশ: শুক্রবার, ১৩ মার্চ, ২০২৬, ১১:১৭ এএম

জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় রোধে সচেতনতা তৈরিতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে Practical Action। প্রায় তিন দশক ধরে প্রতিষ্ঠানটি সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বর্তমানে পলিথিন ও প্লাস্টিকজাত পণ্য পরিবেশের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহারের পর তা ধীরে ধীরে ভেঙে মাইক্রো প্লাস্টিকে পরিণত হয়, যা পানির মাধ্যমে মাছ, প্রাণী এমনকি মানুষের শরীরেও প্রবেশ করছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, এসব ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা মাছের পেট থেকে শুরু করে মানব ভ্রূণ ও মস্তিষ্কেও পাওয়া যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার ও রিসাইকেল নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে Practical Action। প্রতিষ্ঠানটি প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে পাইরোলাইসিস তেলসহ বিভিন্ন উপযোগী পণ্য তৈরির উদ্যোগও বাস্তবায়ন করছে।

এ লক্ষ্যে People's Adaptation Plans for Inclusive, Climate-Resilient Urban Service Delivery in Narayanganj City Corporation প্রকল্পের আওতায় Narayanganj City Corporation-এর সহযোগিতায় ১১ ও ১২ মার্চ দুইদিনব্যাপী বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

সত্য প্রকাশে আপসহীন THE DAILY BHORER DAK
ভোরের ডাক

কর্মসূচির প্রথম দিনে সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের অংশগ্রহণে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে রচনা, ছবি আঁকা ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় Narayanganj City Park-এ। এ সময় পার্কে চারটি বর্জ্য বিনও প্রদান করা হয়।

পরদিন ১২ মার্চ নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন Md. Nur Kutubul Alam, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, Narayanganj City Corporation। প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক Mohammad Sakhawat Hossain Khan এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Ishrat Shabnam, কান্ট্রি ডিরেক্টর, Practical Action। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নগর পরিকল্পনাবিদ Moinul Islam।

অনুষ্ঠানে প্রশাসক সাখাওয়াত হোসেন বলেন, কয়েক দশক আগে Shitalakshya River-এর পানি এতটাই স্বচ্ছ ছিল যে অনেকেই তা পান করতেন। কিন্তু বর্তমানে নদীর পানি এত দূষিত হয়ে গেছে যে নদীর পাশে দাঁড়ালেও দুর্গন্ধ টের পাওয়া যায়। একসময় এ নদী ছিল মাছের প্রাচুর্যে ভরা, কিন্তু এখন সেই চিত্র আর দেখা যায় না।

তিনি আরও বলেন, প্লাস্টিক এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। একে একদিনে বন্ধ করা সম্ভব না হলেও এর ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে নদী ও পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, বরং একটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবেও দেখতে হবে।

আয়োজকরা জানান, প্লাস্টিকের সঠিক ব্যবহার এবং কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে Practical Action ভবিষ্যতেও দেশব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

Back to index

Biddyut Times
সত্য প্রকাশে আপোসহীন...

প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার আহ্বান নাসিক প্রশাসক সাখাওয়াত হোসেনের

এস এম জহিরুল ইসলাম বিদ্যুৎ

আপডেট টাইম : বৃহস্পতিবার, ১২ মার্চ, ২০২৬ / ১১ বার পঠিত

প্রিন্ট নিউজ

প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার আহ্বান নাসিক প্রশাসক সাখাওয়াত হোসেনের

এস এম জহিরুল ইসলাম বিদ্যুৎ :

সচেতনতার আহ্বান নাসিক প্রশাসক সাখাওয়াতের

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক) প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেছেন, "আরও ৩০-৩৫ বছর আগে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিকে ডাবের পানির সঙ্গে তুলনা করা হতো। নারায়ণগঞ্জের অনেকে শীতলক্ষ্যার পানি খেত। আজ শীতলক্ষ্যা নদী পার হতে হলে নাক ধরে পার হতে হয়, কারণ পানি এত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে।"

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে পরিবেশবাদী সংগঠন 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' আয়োজিত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, "শীতলক্ষ্যা নদী আগে মৎস সম্পদে ভরপুর ছিল, কিন্তু আজ সেখানে কোনও মাছ নেই। ১০-১৫ বছর আগে জেলেরা মাছ শিকার করত। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতেই আমরা একটি খাল খনন করছি। সেখানে টনে টনে প্লাস্টিকের ব্যাগ পড়ে আছে। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় নাসিক ইতিপূর্বে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

Biddyut Times
সত্য প্রকাশে আপোসহীন...

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। এখনই এটি সমাজ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমানো বা শেষ করার জন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। যদি আমরা এখনই পদক্ষেপ না নেই, তারা আরও বেশি অভিশাপ দিবে। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া জরুরি।"

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম বলেন, "নারায়ণগঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনশীল অবস্থায় ঝুঁকি বেশি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। নদীগুলো বাঁচাতে না পারলে আমরা বিপদে পড়ব। আমাদের জীবনযাত্রায় প্লাস্টিকের ব্যবহার এত বেশি হয়েছে যে প্রকৃতি দূরে সরে গেছে। মাইক্রো প্লাস্টিক এত বেশি যে মানব ভ্রূণ এবং মস্তিষ্কেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। তবে প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবেও দেখতে হবে।"

সভায় নাসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নুর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে এবং নগর পরিকল্পনাবিদ মঈনুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো.আজগর হোসেন, নারায়ণগঞ্জ ফটোগ্রাফিক ক্লাবের কো-ফাউন্ডার আলোকচিত্রশিল্পী জয় কে রায় চৌধুরী, মঈন ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার চিত্রশিল্পী মুনতাসির মঈন প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' প্রায় তিন দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দূষণের প্রভাব মোকাবেলায় কাজ করে আসছে। বিশেষত পলিথিন ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাইক্রো প্লাস্টিক দূষণ রোধে প্লাস্টিক রিসাইকেল ও পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন পাইরোলাইসিস তেল এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করছে।

তার ধারাবাহিকতায় 'জলবায়ু-সহনশীল নগর পরিষেবা প্রদানের জন্য জনগণের অভিযোজন পরিকল্পনা' প্রকল্পের অধীনে ১১ ও ১২ মার্চ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিনে নাসিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা, ছবি আঁকা ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে। বৃহস্পতিবার বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার তুলে দেন নাসিক প্রশাসক।

Back to index

প্রচ্ছদ ▸ নগর

প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার আহ্বান নাসিক প্রশাসক সাখাওয়াতের

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক) প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেছেন, "আরও ৩০-৩৫ বছর আগে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিকে ডাবের পানির সঙ্গে তুলনা করা হতো। নারায়ণগঞ্জের অনেকে শীতলক্ষ্যার পানি খেত। আজ শীতলক্ষ্যা নদী পার হতে হলে নাক ধরে পার হতে হয়, কারণ পানি এত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে।"

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে পরিবেশবাদী সংগঠন 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' আয়োজিত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, "শীতলক্ষ্যা নদী আগে মৎস সম্পদে ভরপুর ছিল, কিন্তু আজ সেখানে কোনও মাছ নেই। ১০-১৫ বছর আগে জেলেরা মাছ শিকার করত। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতেই আমরা একটি খাল খনন করছি। সেখানে টনে টনে প্লাস্টিকের ব্যাগ পড়ে আছে। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় নাসিক ইতিপূর্বে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। এখনই এটি সমাজ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমানো বা শেষ করার জন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। যদি আমরা এখনই পদক্ষেপ না নেই, তারা আরও বেশি অভিশাপ দিবে। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া জরুরি।"

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম বলেন, "নারায়ণগঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনশীল অবস্থায় ঝুঁকি বেশি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। নদীগুলো বাঁচাতে না পারলে আমরা বিপদে পড়ব। আমাদের জীবনযাত্রায় প্লাস্টিকের ব্যবহার এত বেশি হয়েছে যে প্রকৃতি দূরে সরে গেছে। মাইক্রো প্লাস্টিক এত বেশি যে মানব ভ্রূণ এবং মস্তিষ্কেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। তবে প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবেও দেখতে হবে।"

সভায় নাসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নুর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে এবং নগর পরিকল্পনাবিদ মঈনুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসিক তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী মো.আজগর হোসেন, নারায়ণগঞ্জ ফটোগ্রাফিক ক্লাবের কো-ফাউন্ডার আলোকচিত্রশিল্পী জয় কে রায় চৌধুরী, মঈন ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার চিত্রশিল্পী মুনতাসির মঈন প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' প্রায় তিন দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দূষণের প্রভাব মোকাবেলায় কাজ করে আসছে। বিশেষত পলিথিন ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাইক্রো প্লাস্টিক দূষণ রোধে প্লাস্টিক রিসাইকেল ও পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন পাইরোলাইসিস তেল এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করছে।

তার ধারাবাহিকতায় 'জলবায়ু-সহনশীল নগর পরিষেবা প্রদানের জন্য জনগণের অভিযোজন পরিকল্পনা' প্রকল্পের অধীনে ১১ ও ১২ মার্চ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিনে নাসিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা, ছবি আঁকা ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে। বৃহস্পতিবার বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার তুলে দেন নাসিক প্রশাসক।

Back to index

দৈনিক স্বাধীন সংবাদ
ঝুঁকি প্রতিদিন
www.swadhinsangbad.com
The Daily Swadhin Sangbad

প্রচ্ছদ সারাদেশ

প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার আহ্বান নাসিক প্রশাসকের

March 12, 2026 / swadhin

মোহাম্মদ হোসেন হ্যাপী:

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক) প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেছেন, "আরও ৩০–৩৫ বছর আগে শীতলক্ষ্যা নদীর পানি ডাবের পানির সঙ্গে তুলনা করা হতো। নারায়ণগঞ্জের অনেকে শীতলক্ষ্যার পানি খেত। আজ শীতলক্ষ্যা নদী পার হতে হলে নাক ধরে পার হতে হয়, কারণ পানি এত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে।"

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে পরিবেশবাদী সংগঠন 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' আয়োজিত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, "শীতলক্ষ্যা নদী আগে মৎস্য সম্পদে ভরপুর ছিল, কিন্তু আজ সেখানে কোনও মাছ নেই। ১০–১৫ বছর আগে জেলেরা মাছ শিকার করত। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতেই আমরা একটি খাল খনন করছি। সেখানে টনে টনে প্লাস্টিকের ব্যাগ পড়ে আছে। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় নাসিক ইতিপূর্বে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

দৈনিক স্বাধীন সংবাদ
ঝুঁকি প্রতিদিন
www.swadhinsangbad.com
The Daily Swadhin Sangbad

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। এখনই এটি সমাজ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমানো বা শেষ করার জন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। যদি আমরা এখনই পদক্ষেপ না নেই, তারা আরও বেশি অভিশাপ দিবে। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসুচি নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া জরুরি।"

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম বলেন, "নারায়ণগঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনশীল অবস্থায় ঝুঁকি বেশি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। নদীগুলো বাঁচাতে না পারলে আমরা বিপদে পড়ব। আমাদের জীবনযাত্রায় প্লাস্টিকের ব্যবহার এত বেশি হয়েছে যে প্রকৃতি দূরে সরে গেছে। মাইক্রো প্লাস্টিক এত বেশি যে মানব ভ্রুণ এবং মস্তিষ্কেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। তবে প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবেও দেখতে হবে।"

সভায় নাসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নুর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে এবং নগর পরিকল্পনাবিদ মঈনুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসিক তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী মো. আজগর হোসেন, নারায়ণগঞ্জ ফটোগ্রাফিক ক্লাবের কো-ফাউন্ডার আলোকচিত্রশিল্পী জয় কে রায় চৌধুরী, মঈন ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার চিত্রশিল্পী মুনতাসির মঈন প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' প্রায় তিন দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দূষণের প্রভাব মোকাবেলায় কাজ করে আসছে। বিশেষত পলিথিন ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাইক্রো প্লাস্টিক দূষণ রোধে প্লাস্টিক রিসাইকেল ও পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন পাইরোলাইসিস তেল এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করছে।

তার ধারাবাহিকতায় 'জলবায়ু-সহনশীল নগর পরিষেবা প্রদানের জন্য জনগণের অভিযোজন পরিকল্পনা' প্রকল্পের অধীনে ১১ ও ১২ মার্চ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিনে নাসিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা, ছবি আঁকা ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে। বৃহস্পতিবার বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার তুলে দেন নাসিক প্রশাসক।

Back to index

Information • Thought • Courage
The Country Today
A national English daily

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা বাড়াতে নারায়ণগঞ্জে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের বিশেষ কর্মসূচি

March 12, 2026, 11:02 pm

নিজস্ব প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দূষণ হতে সৃষ্ট নানা প্রভাব মোকাবেলায় আপামর জনসাধারনের সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রায় তিন দশক ধরে কাজ করে আসছে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন (Practical Action)।

পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য আমাদের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এককালীন ব্যবহৃত পলিথিন এবং প্লাস্টিক একবার ব্যবহারের পরেই ছড়াতে থাকে মাইক্রো প্লাস্টিক। তাই পানিতে ফেলা প্লাস্টিক পাওয়া যায় মাছের পেটে, মাতৃভ্রূণে, এমনকি মগজেও। মাইক্রো প্লাস্টিকের দূষণ রোধে প্লাস্টিক রিসাইকেল এবং পুনর্ব্যবহার নিশ্চিতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন তৈরী করছে পাইরোলাইসিস তেল এবং প্লাস্টিকের নানা পণ্য।

এরই ধারাবাহিকতায় *People's Adaptation Plans for Inclusive, Climate-Resilient Urban Service Delivery in Narayanganj City Corporation* প্রকল্পের অধীনে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিতে ১১ ও ১২ মার্চ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে পরিবেশবাদী সংগঠন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন।

কর্মসূচির প্রথম দিনে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রচনা, ছবি আঁকা এবং আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে। ঐ দিন নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে ৪টি বর্জ্য বিন প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় দিন ১২ মার্চ শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। নারায়ণগঞ্জ নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠান হয়।

Information • Thought • Courage
The Country Today
A national English daily

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো: নুর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের শহর পরিকল্পনাবিদ মইনুল ইসলাম।

নাসিক প্রশাসক সাখাওয়াত হোসেন বলেন, আমরা আরো ৩০-৩৫ বছর আগে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিকে ডাবের পানির সাথে তুলনা করতাম। এবং নারায়ণগঞ্জের অনেকে শীতলক্ষ্যার পানি পান করতেন। আজকে শীতলক্ষ্যা নদী পার হতে হলে নাক ধরে পার হতে হয়। কারণ পানি এতটাই দুর্গন্ধপূর্ণ হয়ে গেছে। শীতলক্ষ্যা মৎস্য সম্পদে ভরপুর ছিল। কিন্তু আজ কোন মৎস্য নাই। ১০-১৫ বছর আগেও জেলেরা মাছ শিকার করত। সেই অবস্থা আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যই এ কার্যক্রম।

তিনি বলেন, প্লাস্টিক আমাদের সমাজের দৈনন্দিন কার্যক্রমের মধ্যে চলে গেছে। এখন বললেই সমাজ থেকে সরিয়ে দিতে পারবো না। তবে এর কুপ্রভাবগুলি কিভাবে কমিয়ে আনা যায় বা একদম শেষ করে দেওয়া যায় তা নিয়ে আমাদের সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।

প্রশাসক বলেন, একসময় আগামী প্রজন্ম আসবে। এখন প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। আগামী প্রজন্ম তো আরো বেশি অভিশাপ দিবে যদি আমরা প্লাস্টিক থেকে এই শহর, নারায়ণগঞ্জবাসীকে রক্ষা করতে না পারি। সুতরাং আমি মনে করি এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া যায়। প্লাস্টিক বর্জ্য আমাদের নারায়ণগঞ্জ থেকে অপসরণ করার জন্য আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে।

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কান্ট্রি ডিরেক্টর ইসরাত শবনম বলেন, নারায়ণগঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনশীল অবস্থায় যেসমস্ত ঝুঁকি দেখি, সেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভুমিকা রয়েছে আমাদের জীবনকে অসহনীয় করার ক্ষেত্রে। আমাদের নদীগুলোকে বাঁচাতে পারি না। আমাদের জীবনযাত্রায় প্লাস্টিককে এত বেশি কাছে টেনে নিয়েছি যে প্রকৃতি দূরে সরে গেছে। মাইক্রো প্লাস্টিক এত বেশি যে, মানব ভ্রূণে, মস্তিস্কে পাওয়া যাচ্ছে। সেজন্য প্লাস্টিক ব্যবহারে আমাদের সচেতন হতে হবে। তবে প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, রিসোর্স হিসেবেও দেখতে হবে।

আয়োজকরা জানান, প্লাস্টিকের সঠিক ব্যবহার ও সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে Practical Action অঙ্গিকারাবদ্ধ। এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে দেশব্যাপী কাজ করে যাবে সংগঠনটি।

Back to index

সময়ের সাহসি দৈনিক
আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেনা

ডান্ডিবার্তা

The Daily Dundee Barta

আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিবে

ডান্ডিবার্তা রিপোর্ট

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক) প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেছেন, "আরও ৩০-৩৫ বছর আগে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিকে ডাবের পানির সঙ্গে তুলনা করা হতো। নারায়ণগঞ্জের অনেকে শীতলক্ষ্যার পানি খেত। আজ শীতলক্ষ্যা

❑ পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

আইনানুগ ব্যবস্থা

আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে

নদী পার হতে হলে নাক ধরে পার হতে হয়, কারণ পানি এত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে।" গতকাল বৃহস্পতিবার নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে পরিবেশবাদী সংগঠন 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' আয়োজিত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, "শীতলক্ষ্যা নদী আগে মৎস সম্পদে ভরপুর ছিল, কিন্তু আজ সেখানে কোনও মাছ নেই। ১০-১৫ বছর

Back to index

সবার কথা বলে

সোজা সাপটা

The Daily Soja Sapta

নারায়ণগঞ্জ • ১৩ মার্চ ২০২৬খ্রী • ২৮ ফাল্গুন ১৪৩২ বাংলা • ২৩ রমজান ১৪৪৭ হি.

দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক) প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেছেন, "আরও ৩০-৩৫ বছর আগে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিকে ডাবের পানির সঙ্গে তুলনা করা হতো। নারায়ণগঞ্জের অনেকে শীতলক্ষ্যার পানি খেত। আজ শীতলক্ষ্যা নদী পার হতে হলে নাক ধরে পার হতে হয়, কারণ পানি এত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে।"

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে পরিবেশবাদী সংগঠন 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' আয়োজিত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, "শীতলক্ষ্যা নদী আগে মৎস সম্পদে ভরপুর ছিল, কিন্তু আজ সেখানে কোনও মাছ নেই। ১০-১৫ বছর আগে জেলেরা মাছ শিকার করত। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতেই আমরা একটি খাল খনন করছি। সেখানে টনে টনে প্লাস্টিকের ব্যাগ পড়ে আছে। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায়

♦এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার

নাসিক ইতিপূর্বে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। এখনই এটি সমাজ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমানো বা শেষ করার জন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। যদি আমরা এখনই পদক্ষেপ না নেই, তারা আরও বেশি অভিশাপ দিবে। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া জরুরি।"

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম বলেন, "নারায়ণগঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনশীল অবস্থায় ঝুঁকি বেশি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। নদীগুলো বাঁচাতে না পারলে আমরা বিপদে পড়ব। আমাদের জীবনযাত্রায় প্লাস্টিকের ব্যবহার এত বেশি হয়েছে যে প্রকৃতি দূরে সরে গেছে। মাইক্রো প্লাস্টিক এত বেশি যে মানব ভ্রূণ এবং মস্তিষ্কেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। তবে প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবেও দেখতে হবে।" সভায় নাসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নুর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে এবং নগর পরিকল্পনাবিদ মঈনুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো.আজগর হোসেন, নারায়ণগঞ্জ ফটোগ্রাফিক ক্লাবের কো-ফাউন্ডার আলোকচিত্রশিল্পী জয় কে রায় চৌধুরী, মঈন ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার চিত্রশিল্পী মুনতাসির মঈন প্রমুখ। আয়োজকরা জানান, 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' প্রায় তিন দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দূষণের প্রভাব মোকাবেলায় কাজ করে আসছে। বিশেষত পলিথিন ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাইক্রো প্লাস্টিক দূষণ রোধে প্লাস্টিক রিসাইকেল ও পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন পাইরোলাইসিস তেল এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করছে।

তার ধারাবাহিকতায় 'জলবায়ু-সহনশীল নগর পরিষেবা প্রদানের জন্য জনগণের অভিযোজন পরিকল্পনা' প্রকল্পের অধীনে ১১ ও ১২ মার্চ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিনে নাসিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের

Back to index

সংবাদচর্চা
www.songbadchorcha.com
শুক্রবার | দাম ৮ টাকা

পলিথিন ব্যবহারে সচেতন হওয়ার আহবান জানালেন নাসিক প্রশাসক

সংবাদচর্চা রিপোর্ট: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক) প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেছেন, "আরও ৩০-৩৫ বছর আগে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিকে ডাবের পানির সঙ্গে তুলনা করা হতো। নারায়ণগঞ্জের অনেকে শীতলক্ষ্যার পানি খেত। আজ শীতলক্ষ্যা নদী পার হতে হলে নাক ধরে পার হতে হয়, কারণ পানি এত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে।" বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে পরিবেশবাদী সংগঠন 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' আয়োজিত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, "শীতলক্ষ্যা নদী আগে মৎস সম্পদে ভরপুর ছিল, কিন্তু আজ সেখানে কোনও মাছ নেই। ১০-১৫ বছর আগে জেলেরা মাছ শিকার করত। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতেই আমরা একটি খাল খনন করছি। সেখানে

▷ ২-এর পাতায় কালাম ১

পলিথিন ব্যবহারে সচেতন হওয়ার

টনে টনে প্লাস্টিকের বর্জ্য পড়ে আছে। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় নাসিক ইতিপূর্বে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। এখনই এটি সমাজ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমানো বা শেষ করার জন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। যদি আমরা এখনই পদক্ষেপ না নেই, তারা আরও বেশি অভিশাপ দিবে। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া জরুরি।"

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম বলেন, "নারায়ণগঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনশীল অবস্থায় ঝুঁকি বেশি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। নদীগুলো বাঁচাতে না পারলে আমরা বিপদে পড়ব। আমাদের জীবনযাত্রায় প্লাস্টিকের ব্যবহার এত বেশি হয়েছে যে প্রকৃতি দূরে সরে গেছে। মাইক্রো প্লাস্টিক এত বেশি যে মানব ভ্রূণ এবং মস্তিষ্কেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। তবে প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবেও দেখতে হবে।"

সভায় নাসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নুর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে এবং নগর পরিকল্পনাবিদ মঈনুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আজগর হোসেন, নারায়ণগঞ্জ ফটোগ্রাফিক ক্লাবের কো-ফাউন্ডার আলোকচিত্রশিল্পী জয় কে রায় চৌধুরী, মঈন ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার চিত্রশিল্পী মুনতাসির মঈন প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' প্রায় তিন দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দূষণের প্রভাব মোকাবেলায় কাজ করে আসছে। বিশেষত পলিথিন ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাইক্রো প্লাস্টিক দূষণ রোধে প্লাস্টিক রিসাইকেল ও পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন পাইরোলাইসিস তেল এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করছে।

তার ধারাবাহিকতায় 'জলবায়ু-সহনশীল নগর পরিষেবা প্রদানের জন্য জনগণের অভিযোজন পরিকল্পনা' প্রকল্পের অধীনে ১১ ও ১২ মার্চ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিনে নাসিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা, ছবি আঁকা ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়

Back to index

দৈনিক উজ্জীবিত বাংলাদেশ

প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায় সচেতনতার আহ্বান নাসিক প্রশাসক সাখাওয়াতের

উজ্জীবিত রিপোর্ট

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক) প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেছেন, "আরও ৩০-৩৫ বছর আগে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিকে ডাবের পানির সঙ্গে তুলনা করা হতো। নারায়ণগঞ্জের অনেকে শীতলক্ষ্যার পানি খেত। আজ শীতলক্ষ্যা নদী পার

▶পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

প্লাস্টিক দূষণ মোকাবেলায়

হতে হলে নাক ধরে পার হতে হয়, কারণ পানি এত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে।" গতকাল নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে পরিবেশবাদী সংগঠন 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' আয়োজিত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, "শীতলক্ষ্যা নদী আগে মৎস্য সম্পদে ভরপুর ছিল, কিন্তু আজ সেখানে কোনও মাছ নেই। ১০-১৫ বছর আগে জেলেরা মাছ শিকার করত। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতেই আমরা একটি খাল খনন করছি। সেখানে টনে টনে প্লাস্টিকের ব্যাগ পড়ে আছে। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় নাসিক ইতিপূর্বে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। এখনই এটি সমাজ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমানো বা শেষ করার জন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। যদি আমরা এখনই পদক্ষেপ না নেই, তারা আরও বেশি অভিশাপ দিবে। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া জরুরি।"

প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম বলেন, "নারায়ণগঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনশীল অবস্থায় ঝুঁকি বেশি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। নদীগুলো বাঁচাতে না পারলে আমরা বিপদে পড়ব। আমাদের জীবনযাত্রায় প্লাস্টিকের ব্যবহার এত বেশি হয়েছে যে প্রকৃতি দূরে সরে গেছে। মাইক্রো প্লাস্টিক এত বেশি যে মানব ভ্রূণ এবং মস্তিষ্কেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। তবে প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবেও দেখতে হবে।"

সভায় নাসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নুর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে এবং নগর পরিকল্পনাবিদ মঈনুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আক্তার হোসেন, নারায়ণগঞ্জ ফটোগ্রাফিক ক্লাবের কো-ফাউন্ডার আলোকচিত্রশিল্পী জয় কে রায় চৌধুরী, মঈন ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার চিত্রশিল্পী মুনতাসির মঈন প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' প্রায় তিন দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দূষণের প্রভাব মোকাবেলায় কাজ করে আসছে। বিশেষত পলিথিন ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাইক্রো প্লাস্টিক দূষণ রোধে প্লাস্টিক রিসাইকেল ও পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন পাইরোলাইসিস তেল এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করছে।

তার ধারাবাহিকতায় 'জলবায়ু-সহনশীল নগর পরিষেবা প্রদানের জন্য জনগণের অভিযোজন পরিকল্পনা' প্রকল্পের অধীনে ১১ ও ১২ মার্চ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিনে নাসিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা, ছবি আঁকা ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে। বৃহস্পতিবার বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার তুলে দেন নাসিক প্রশাসক।

Back to index

দৈনিক আজকের নীরবাংলা
The Daily Ajker Nirbangla

‘প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন’ আয়োজিত সভায় সাখাওয়াত: সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া জরুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা
মার্চ ১২, ২০২৬ ৯:৫০ অপরাহ্ণ

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক) প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেছেন, “আরও ৩০-৩৫ বছর আগে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিকে ডাবের পানির সঙ্গে তুলনা করা হতো। নারায়ণগঞ্জের অনেকে শীতলক্ষ্যার পানি খেত। আজ শীতলক্ষ্যা নদী পার হতে হলে নাক ধরে পার হতে হয়, কারণ পানি এত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে।”

আজ বৃহস্পতিবার নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে পরিবেশবাদী সংগঠন ‘প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন’ আয়োজিত প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, শীতলক্ষ্যা নদী আগে মৎস সম্পদে ভরপুর ছিল, কিন্তু আজ সেখানে কোনও মাছ নেই। ১০-১৫ বছর আগে জেলেরা মাছ শিকার করত। সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতেই আমরা একটি খাল খনন করছি। সেখানে টনে টনে প্লাস্টিকের ব্যাগ পড়ে আছে। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় নাসিক ইতিপূর্বে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সাখাওয়াত হোসেন বলেন, প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। এখনই এটি সমাজ থেকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব কমানো বা শেষ করার জন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আগামী প্রজন্ম আমাদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। যদি আমরা এখনই পদক্ষেপ না নেই, তারা আরও বেশি অভিশাপ দিবে। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া জরুরি। প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশরাত শবনম বলেন, নারায়ণগঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তনশীল অবস্থায় ঝুঁকি বেশি। বর্জ্য

দৈনিক আজকের নীরবাংলা
The Daily Ajker Nirbangla

ব্যবস্থাপনা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। নদীগুলো বাঁচাতে না পারলে আমরা বিপদে পড়ব। আমাদের জীবনযাত্রায় প্লাস্টিকের ব্যবহার এত বেশি হয়েছে যে প্রকৃতি দূরে সরে গেছে। মাইক্রো প্লাস্টিক এত বেশি যে মানব ভ্রূণ এবং মস্তিষ্কেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। তবে প্লাস্টিককে শুধু বর্জ্য হিসেবে নয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবেও দেখতে হবে। সভায় নাসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নুর কুতুবুল আলমের সভাপতিত্বে এবং নগর পরিকল্পনাবিদ মঈনুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসিক তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী মো.আজগর হোসেন, নারায়ণগঞ্জ ফটোগ্রাফিক ক্লাবের কো-ফাউন্ডার আলোকচিত্রশিল্পী জয় কে রায় চৌধুরী, মঈন ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার চিত্রশিল্পী মুনতাসির মঈন প্রমুখ। আয়োজকরা জানান, 'প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন' প্রায় তিন দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক ক্ষয় এবং দূষণের প্রভাব মোকাবেলায় কাজ করে আসছে। বিশেষত পলিথিন ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাইক্রো প্লাস্টিক দূষণ রোধে প্লাস্টিক রিসাইকেল ও পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন পাইরোলাইসিস তেল এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করছে। তার ধারাবাহিকতায় 'জলবায়ু-সহনশীল নগর পরিষেবা প্রদানের জন্য জনগণের অভিযোজন পরিকল্পনা' প্রকল্পের অধীনে ১১ ও ১২ মার্চ প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিনে নাসিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা, ছবি আঁকা ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নারায়ণগঞ্জ সিটি পার্কে। বৃহস্পতিবার বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার তুলে দেন নাসিক প্রশাসক।

Back to index

dailyobserver
We stand for people's rights
www.observerbd.com

Plastic pollution awareness prog held in Narayanganj

Published : Friday, 13 March, 2026 at 12:00 AM

Our Correspondent

NARAYANGANJ, Mar 12: Narayanganj City Corporation, in collaboration with the environmental organisation Practical Action, organised a two-day awareness programme on March 11-12 to promote proper plastic waste management and environmental protection.

Speaking at the prize distribution ceremony held on March 12 in the Narayanganj City Corporation conference room, City Corporation Administrator Mohammad Sakhawat Hossain Khan said, the Shitalakkhya River was once so clean that its water was compared to coconut water.

Many residents even drank directly from the river about 30-35 years ago. However, due to severe pollution, the river has now become foul-smelling, and fish resources have nearly disappeared.

He noted that even 10-15 years ago fishermen could still catch fish from the river, but the situation has deteriorated significantly. "We must work together to restore the river to its previous condition," he said.

The event was chaired by Md. Nur Kutubul Alam, Chief Executive Officer of Narayanganj City Corporation, while Ishrat Shabnam, Country Director of Practical Action, attended as special guest. The program was moderated by city planner Moinul Islam.

For nearly three decades, Practical Action has been working to strengthen community resilience to climate change, environmental degradation, and pollution while promoting sustainable waste management practices.

As part of the initiative, an awareness meeting was held with sanitation workers on the first day. Essay writing, drawing, and photography competitions were also organised for students at Narayanganj City Park to raise awareness about waste management. Four waste bins were installed in the park as part of the campaign.

Ishrat Shabnam highlighted the growing threat of micro-plastic pollution, noting that plastic particles are now being found in fish, human fetuses, and even in the human brain. She stressed the importance of reducing plastic use and promoting recycling.

Organisers said Practical Action will continue working across the country to ensure proper plastic use and effective waste management to protect the environment for future generations.

Back to index

Practical Action holds awareness progs on plastic waste use

Staff Correspondent 14 March, 2026, 01:08

Print

The Practical Action in collaboration with the Narayanganj City Corporation undertakes a two-day event to increase awareness on plastic waste use concluded in Narayanganj on Thursday. | Press release photo

The Practical Action in collaboration with the Narayanganj City Corporation has undertaken several programmes to increase awareness on plastic waste use.

Under the project, People's Adaptation Plans for Inclusive, Climate-Resilient Urban Service Delivery in Narayanganj City Corporation, the programmes held on Wednesday and Thursday, said a press release on Friday.

On the first day of the programme, an awareness discussion meeting was held with the cleanliness workers of Narayanganj City Corporation. As part of the programme, essay, drawing, and photography competitions were organised at Narayanganj City Park to increase students' awareness in waste management. On that day, four waste bins were provided at Narayanganj City Park.

On the second day, prizes were distributed to the students. The event was held in the conference room of Narayanganj Nagar Bhaban.

Under the chairmanship of the chief executive officer of Narayanganj City Corporation, Md Nur Kutubul Alam, chief guest at the prize distribution ceremony was administrator of Narayanganj City Corporation, Mohammad Sakhawat Hossain Khan and special guest was country director of Practical Action, Ishrat Shabnam.

The programme was conducted by the urban planner of Narayanganj City Corporation, Moinul Islam.

NCC administrator Sakhawat Hossain said, '30-35 years ago we used to compare the water of the Shitalakhya River with coconut water. And many in Narayanganj used to drink the water of Shitalakhya.'

Today, to cross the Shitalakhya River, one has to cross holding the nose. Because, the water has become so foul smelling. Shitalakhya was full of fish resources. But today there is no fish. Even 10-15 years ago, fishermen used to catch fish. We have to bring back that situation, he said.

Mentioning that plastic has entered into our society's daily activities, he said, 'We all have to work together on how to reduce its adverse effects or completely eliminate them.' Newspapers

Israt Shabnam said, 'In Narayanganj's climate-changing situation, the risks we see, there the role of waste management is in making our lives unbearable. We cannot save our rivers. We have pulled plastic so close in our lifestyle that nature has moved away.'

She added, 'We have to be aware in using plastic. However, plastic should be seen not only as waste but also as a resource.'

The Practical Action has been working for almost three decades to ensure proper waste management to increase the resilience of the general public in combating various impacts arising from climate change, natural degradation and pollution and to protect the environmental balance.

Polythene and plastic-type products are severely damaging our environment. Single-use polythene and plastic, after one use, start spreading microplastics. Therefore, plastic thrown into water is found in the stomach of fish, in the mother's womb and even in the brain.

To prevent microplastic pollution, Practical Action is creating pyrolysis oil and various plastic products to ensure plastic recycling and reuse.

Back to index

The New Nation
Independent Daily
Founder : Barrister Mainul Hosein

Plastic crisis triggers river in N'ganj

N'GANJ CORRESPONDENT

PUBLISHED: 12:01 AM, 14 MARCH 2026 UPDATED: 2:51 AM, 15 MARCH 2026

Photo: File

The Shitalakkhya River used to be rich in fish resources, but today there are hardly any fish there, said Narayanganj City Corporation (NCC) Administrator Advocate Sakhawat Hossain Khan.

He made these remarks on Thursday at a discussion meeting on raising awareness about plastic waste management organised by the environmental organisation Practical Action at the conference room of the Nagar Bhaban.

"Our future generations are already cursing us. If we fail to take action now, they will curse us even more. Therefore, awareness programs must be carried out in different areas of Narayanganj," he added.

Ten to fifteen years ago, fishermen regularly caught fish in the river.

The New Nation
Independent Daily
Founder : Barrister Mainul Hosein

To restore that situation, we are currently excavating a canal, where tons of plastic bags have been found. NCC has previously taken various initiatives regarding plastic management. Urgent steps will be taken to prevent plastic pollution in Narayanganj."

He further said that plastic has become a part of our daily lives. It is not possible to completely eliminate it from society at this moment. However, everyone must work together to reduce or eliminate its harmful effects.

Practical Action Country Director Ishrat Shabnam said, "Narayanganj faces significant risks due to climate change. Waste management is directly affecting our lives. If we fail to save our rivers, we will face serious consequences."

She also said that the use of plastic in daily life has increased so much that nature is gradually moving away from us. Microplastics have now become so widespread that they are even being found in human embryos and brains.

Therefore, people must become more aware about the use of plastic. However, plastic should not only be seen as waste but also as a recyclable resource.

The meeting was presided over by NCC Chief Executive Officer Md. Nur Kutubul Alam and moderated by urban planner Moinul Islam. Special guests included NCC Supervising Engineer Md. Azgar Hossain, co-founder of Narayanganj Photographic Club and photographer Joy K. Roy Chowdhury, and founder of Moin Foundation and artist Muntasir Moin, among others.

Experts suggest that to tackle microplastic pollution and ensure recycling and reuse of plastic, Practical Action is producing pyrolysis oil and various plastic-based products.

As part of the project titled "People's Adaptation Planning for Climate-Resilient Urban Services," awareness programs on plastic waste management were organized on March 11 and 12. On the first day, a discussion meeting was held with NCC sanitation workers.

In addition, essay writing, painting, and photography competitions for students were organized at Narayanganj City Park. On Thursday, the NCC administrator distributed certificates and prizes among the winners.

Back to index

BANGLA NEWS 24.com

Practical Action steps up plastic waste drive in Narayanganj

Publish: 14 March, 2026 16:32

Practical Action has been working for nearly three decades to promote proper waste management in an effort to strengthen public resilience against the effects of climate change, environmental degradation and pollution, while helping protect ecological balance.

The organisation said polythene and plastic products are causing severe environmental harm, with single-use plastic beginning to spread microplastics after just one use. It said plastic dumped in water is now being found in fish, human fetuses and even the brain.

To help tackle microplastic pollution, Practical Action said it is producing pyrolysis oil and a range of recycled plastic products to support plastic recycling and reuse.

As part of that effort, the organisation, in collaboration with Narayanganj City Corporation, organised a special programme on March 11 and 12 under the project "People's Adaptation Plans for Inclusive, Climate-Resilient Urban Service Delivery in Narayanganj City Corporation" to raise awareness about plastic waste use.

On the first day, an awareness discussion was held with Narayanganj City Corporation sanitation workers. Essay, drawing and photography competitions were also organised at Narayanganj City Park to raise awareness among students about waste management, and four waste bins were installed at the park.

On the second day, prizes were distributed to participating students at a ceremony held in the conference room of Narayanganj Nagar Bhaban.

The event was chaired by Narayanganj City Corporation Chief Executive Officer Md Nur Kutubul Alam. The chief guest was Narayanganj City Corporation Administrator Mohammad Sakhawat Hossain Khan, while Practical Action Country Director Ishrat Shabnam attended as special guest. The programme was conducted by Narayanganj City Corporation urban planner Moinul Islam.

Addressing the event, Sakhawat Hossain said the water of the Shitalakkhya River had once been compared with coconut water and was even used for drinking by many people in Narayanganj, but had now become so foul-smelling that people had to hold their noses while crossing it. He said the river had once been rich in fish, and that the lost condition needed to be restored.

He said plastic had become part of everyday life and could not simply be removed from society, but added that everyone had to work together to reduce or eliminate its harmful effects. He also said future generations would blame the present one if Narayanganj and its residents could not be protected from plastic pollution, and called for similar awareness programmes in other parts of the city.

Ishrat Shabnam said climate-related risks in Narayanganj were being worsened by poor waste management and that the growing use of plastic had pushed nature further away. She said microplastics were now being found in human fetuses and the brain, and stressed that plastic should be seen not only as waste but also as a resource.

The organisers said Practical Action remains committed to ensuring proper plastic use and effective waste management and will continue such work across the country.

Back to index

নান্দনিক জীবনের প্রতিচ্ছবি

Practical Action Launches Plastic Waste Awareness in Narayanganj

লাইফ টিভি 24

প্রকাশিত: ২৩:০৪ ১২ মার্চ ২০২৬

A- A A+

Practical Action in Bangladesh has been working for almost three decades to ensure proper waste management to increase the resilience of the general public in combating various impacts arising from climate change, natural degradation, and pollution, and to protect the environmental balance.

Polythene and plastic-type products are severely damaging our environment. Single-use polythene and plastic, after one use, start spreading microplastics. Therefore, plastic thrown into water is found in the stomach of fish, in the mother's womb, and even in the brain.

To prevent microplastic pollution, Practical Action in Bangladesh is creating pyrolysis oil and various plastic products to ensure plastic recycling and reuse.

Life
নান্দনিক জীবনের প্রতিচ্ছবি

In continuation of this, under the project People's Adaptation Plans for Inclusive, Climate-Resilient Urban Service Delivery in Narayanganj City Corporation, in collaboration with Narayanganj City Corporation, the environmental organization Practical Action has undertaken a special program on 11 and 12 March to increase awareness on plastic waste use.

On the first day of the program, an awareness discussion meeting was held with the cleanliness workers of Narayanganj City Corporation. As part of the program, essay, drawing, and photography competitions were organized at Narayanganj City Park to increase students' awareness in waste management. On that day, 4 waste bins were provided at Narayanganj City Park.

On the second day, 12 March, prizes were distributed to the students. The event was held in the conference room of Narayanganj Nagar Bhaban.

Under the chairmanship of the Chief Executive Officer of Narayanganj City Corporation, Md. Nur Kutubul Alam, the chief guest at the prize distribution ceremony was the Administrator of Narayanganj City Corporation, Mohammad Sakhawat Hossain Khan. The special guest was the Country Director of Practical Action, Ishrat Shabnam.

The program was conducted by the Urban Planner of Narayanganj City Corporation, Moinul Islam.

Nasik Administrator Sakhawat Hossain said, "30-35 years ago we used to compare the water of the Shitalakhya River with coconut water. And many in Narayanganj used to drink the water of Shitalakhya. Today, to cross the Shitalakhya River, one has to cross holding the nose. Because the water has become so foul-smelling. Shitalakhya was full of fish resources. But today there is no fish. Even 10-15 years ago, fishermen used to hunt fish. We have to bring back that situation. This program is to bring back that situation."

He said, "Plastic has entered into our society's daily activities. Now if we say, we cannot remove it from society. However, we all have to work together on how to reduce its adverse effects or completely eliminate them."

The administrator said, "One day the next generation will come. Now the generation is cursing us. The next generation will curse even more if we cannot protect this city, the residents of Narayanganj from plastic. Therefore, I think such awareness programs can be taken in various places in Narayanganj. To remove plastic waste from our Narayanganj, all of us have to be aware."

Practical Action in Bangladesh Country Director Israt Shabnam said, "In Narayanganj's climate-changing situation, the risks we see, there the role of waste management is in making our lives unbearable. We cannot save our rivers. We have pulled plastic so close in our lifestyle that nature has moved away. Microplastics are so much that they are found in human fetuses, in the brain. Therefore, we have to be aware in using plastic. However, plastic should be seen not only as waste but also as a resource."

The organizers informed, "Practical Action is committed to ensuring the proper use of plastic and proper waste management. Keeping this continuity intact, the organization will continue to work nationwide."

Back to index

প্লাস্টিক দূষণ রোধে নারায়ণগঞ্জে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের সচেতনতা কর্মসূচি | NTV News

https://www.youtube.com/watch?v=EIwtnGRaFJc

Back to index

ekattor.tv

সংবাদ নয় সংযোগ

https://www.facebook.com/reel/1672747117486663

Back to index

https://www.facebook.com/reel/1677076733464683

Back to index

প্রেস নারায়ণগঞ্জ
গণস্বার্থের গণমাধ্যম

https://www.facebook.com/share/v/1DsUZKUdSw

Back to index